বাংলাদেশ কনস্যুলেট জেনারেল
টরন্টো, কানাডা

প্রেস বিজ্ঞপ্তি

১৬ ডিসেম্বর ২০২২, টরন্টো

বাংলাদেশ কনস্যুলেট জেনারেল টরন্টোতে আজ ১৬ই ডিসেম্বর যথাযোগ্য মর্যাদা ও উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে বাঙালি জাতির গৌরবোজ্জ্বল দিন 'মহান বিজয় দিবস' উদযাপন করা হয়। এ উপলক্ষে বাংলাদেশ কনস্যুলেট দিনব্যাপী কর্মসূচি গ্রহন করে। সকালে বাংলাদেশ হাউসে জাতীয় পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে দিবসের কর্মসূচী শুরু হয় এবং বিকালে আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দের অংশগ্রহণে কনস্যুলেট প্রাঙ্গনে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠান সূচিতে ছিল বাংলাদেশ ও কানাডার জাতীয় সংগীত পরিবেশন, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এঁর প্রতিকৃতিতে পুস্পস্তবক অর্পণ, মহামান্য রাষ্ট্রপতি, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, মাননীয় পররাষ্ট্র মন্ত্রী এবং মাননীয় পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রীর বাণী পাঠ, বক্তব্য উপস্থাপন,চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরন, বাংলাদেশি বংসদ্ভুত মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের মাঝে সনদ বিতরন, সংক্ষিপ্ত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও বিশেষ মোনাজাত।

বিজয়ের এই মহান দিনে উপস্থিত বক্তাগণ গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করেন স্বাধীনতার মহানায়ক জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করেন জাতীয় চার নেতা, শহিদ বীর মুক্তিযোদ্ধা, বীর মুক্তিযোদ্ধা এবং দুই লক্ষ মা-বোনকে- যাঁদের মহান আত্মত্যাগের বিনিময়ে আমরা পেয়েছি স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ।

কনসাল জেনারেল জনাব মোঃ লুৎফর রহমান তাঁর বক্তব্যের শুরুতে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতার স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানিয়ে বলেন, বঙ্গবন্ধুর অসমসাহসিকতা, দীর্ঘ আন্দোলন-সংগ্রাম এবং বলিষ্ঠ নেতৃত্বে অর্জিত হয়েছে এই মহান স্বাধীনতা। ১৯৭১ সালে ২৫ মার্চ কালরাতে নিরীহ ও নিরস্ত্র বাঙ্গালির ওপর হত্যাযজ্ঞ শুরু করলে ২৬ মার্চের প্রথম প্রহরে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন।জাতির পিতার আহবানে সাড়া দিয়ে বাঙ্গালিরা মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে।দীর্ঘ ৯মাসের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মাধ্যমে পাকিস্তানি হানাদার এবং তাদের দোসরদের পরাজিত করে ১৬ই ডিসেম্বর বাঙালি জাতি চূড়ান্ত বিজয় অর্জন করে।তিনি আরও বলেন,জাতির পিতা মাত্র সাড়ে তিন বছরে যুদ্ধ-বিদ্ধস্ত দেশকে পুনর্গঠন করেন।বর্তমানে বঙ্গবন্ধু কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দূরদর্শী নেতৃত্বে বাংলাদেশ আজ বিশ্বের বুকে 'রোল মডেল'। উন্নয়নের এই গতিধারা অব্যাহত রেখে সম্মিলিত প্রচেষ্টায় বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের উন্নত সমৃদ্ধ সোনার বাংলা গড়ার আহবান জানান এবং নতুন প্রজন্মের কাছে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা পৌছে দেয়ার দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করেন।

সবশেষে জাতির পিতা ও তাঁর পরিবারের সকল শহিদ সদস্যসহ সকল শহিদ বীর মুক্তিযোদ্ধার বিদেহী আত্মার শান্তি এবং বাংলাদেশের অব্যাহত অগ্রগতি,শান্তি ও সমৃদ্ধি কামনা করে বিশেষ মোনাজাত করা হয়।

Consulate General of Bangladesh
Toronto

মহান বিজয় দিবস
আত্মত্যাগের মহিমায় উদ্ভাসিত বিজয়
বাঙালি জাতির গর্ব ও অহংকার
১৬ ডিসেম্বর ২০২২
বাংলাদেশ কনস্যুলেট জেনারেল, টরন্টো, কানাডা